ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

আর দ্বিতীয় সন্তানের মা হতে পারব না, এটা কষ্টের : রানী মুখার্জি

পৃঃ ৫

মুস্তাফিজকে নিয়ে বোলিংয়ে চেন্নাই

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৮৫ ● কলকাতা ● ১৪ চৈত্র, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ২৮ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ডিআইজি মমতার দালাল ও ষড়যন্ত্রকারী

অভিযোগ জানাবে অধীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গতবারের মতো এবারও নেমে পড়েছেন আইপিএস মুকেশ কুমার। বহরমপুরে তাঁকে হারাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে নেমে পড়েছেন। এদিন বহরমপুরে এমনটাই অভিযোগ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বিদায়ী সাংসদ অধীর চৌধুরী। এব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।অধীর চৌধুরী বলেন, কংগ্রেস কর্মীদের ওপরে আক্রমণের পুরস্কার স্বরূপ হুমায়ূন কবীরকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এক কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে থাকা তাঁর (অধীর চৌধুরী) ছবি ভেঙে মাদক কেসের আসামী করতে চেয়েছিল বলেও অভিযোগ করেছেন অধীর চৌধুরী। তিনি বলেছে কংগ্রেস ভাঙতে প্রথমে দলের পদাধিকারীদের বোঝানো হচ্ছে, তারপর কাজ না হওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

অধীর চৌধুরী এদিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, যদি এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকে, তাহলে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রশাসনিক ভবনের সামনে, এসপি-ডিএমের সামনে অত্যাচারিত কংগ্রেস কর্মী ও সাধারণ মানুষদের নিয়ে তিনিও রাস্তায় অবস্থান করতে বাধ্য হবেন। প্রশাসনের কোনও রকমের জুলুম মানা হবে না বলে জানিয়েছেন তিনি।বর্তমানে ডিআইজি মুর্শিদাবাদ পদে রয়েছেন আইপিএস মুকেশ কুমার। রাজ্য সরকার তাঁকে ওই পদে আনার পরে, বহরমপুর লোকসভার অন্তর্গত বিভিন্ন থানায় নিজের পছন্দ মতো লোক বসাচ্ছেন, আইসিদের বেছে নিচ্ছেন। বিশেষ করে বহরমপুর ও

এরপর ৩ পাতায়

বুধবার মহিষাদলে গিয়েছেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতিবিদ নন। রাজনীতিবাজ এবং প্রতিশ্রুতিবাজ। এমনই মন্তব্য করলেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তিনি। বুধবারও তিনি ওই কেন্দ্রে প্রচারে বেরিয়ে পড়লেন।বারবার হলদিয়া নন্দীগ্রাম সংযোগকারী সেতুর প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতিবাজ বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি। তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় এখন তমলুকের মাঠে, ময়দানে।

তমলুকের মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধেই মতামত দেবেন। সঠিক ভাবনাচিন্তার মানুষ তমলুকে বাস করেন। এমনই জানিয়েছেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। আজ মহিষাদলের গোপাল জিউ মন্দিরে পুজো দিলেন তিনি। প্রার্থী হিসেবে গতকাল থেকেই

এরপর ৩ পাতায়

ইডির উদ্ধার করা দুর্নীতির টাকা

বিতরণ করা হবে গরিবদের মধ্যে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেখা পাত্রের পর রাজমাতা অমৃতা রায়কে ফোন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। ইডির উদ্ধার করা দুর্নীতির টাকা বিতরণ করা হবে গরিবদের মধ্যে। এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তিনি নিজে কাজ করছেন। বিজেপি প্রার্থী রাজমাতা অমৃতা রায়কে ফোনে জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।উলটোদিকে মোদীর এই ফোনকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূলও। প্রথমে সন্দেশখালির বিজেপি প্রার্থী প্রতিবাদী মুখ রেখা পাত্রকে ফোন। তাঁকে 'শক্তি স্বরূপা' বলে সম্বোধন। তারপর রাজমাতা অমৃতা রায়কে ফোন। পরিবর্তনের ভোটের আশ্বাস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলার বিজেপি প্রার্থীদের একের পর এক এই ফোনকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের আক্রমণ, "মোদীজি মণিপুর নিয়ে তো কোনও ফোন কন সামনে এল না!"মোদী ফোনে রাজমাতা অমৃতা রায়কে বলেন, এই লুটের টাকা কীভাবে গরিবদেরকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া যায়, সেই উপায় বের করার জন্য তিনি আইনি বিকল্পের দিকগুলি খতিয়ে দেখছেন।ইডি যে নগদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে, সেইসব-ই আসলে সাধারণ মানুষের টাকা। সেই টাকা যাতে গরিব লোকদের কাছে

এরপর ৩ পাতায়

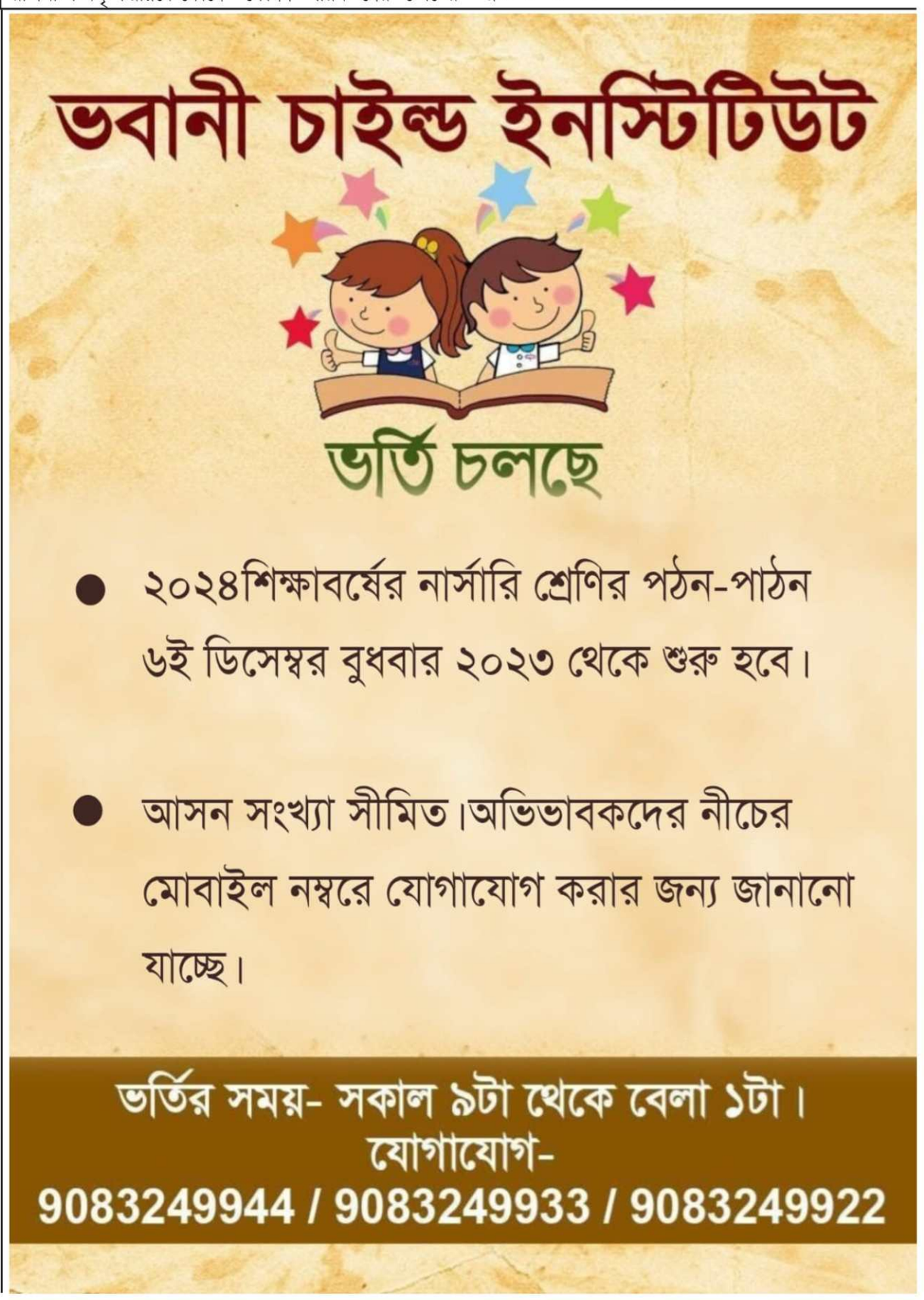

বারাসাতে বিজেপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে পড়লো পোস্টার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটে বিজেপি প্রার্থীদের নিয়ে দিকে দিকে শুরু হয়েছে অশান্তি-বিক্ষোভ। এবার বারাসতের বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদারের বিরুদ্ধে পড়ল পোস্টার। খোদ বিজেপি পার্টি অফিসেই পড়ল পোস্টার। ইতিমধ্যে গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি।

বারাসতে বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদারের নাম প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই গেরুয়া শিবিরে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে চরম অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।তবে স্বপন মজুমদারকে বহিরাগত প্রার্থী হিসাবে মানতে নারাজ বিজেপি। বিজেপির তরফে অভিযোগ, তৃণমূল আসলে বারাসতের বিজেপি প্রার্থীকে ভয় পেয়েছে। তৃণমূল আসলে ভয় পেয়েছে বলেই বিজেপি পার্টি অফিসে তৃণমূল মুখপত্রে ছাপা খবর দিয়ে পোস্টার মারা হচ্ছে। তৃণমূলের কালচার হচ্ছে সব জায়গায় পোস্টার মারা। সেজন্য পোস্টার মেরেছে। এই পোস্টার মেরে কিছু হবে না। এর আগে সন্দেশখালিতে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের বিরুদ্ধেও পোস্টার পড়ে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত স্বপন মজুমদারের সম্পর্কে বেরোনো বিভিন্ন খবরের ফটোকপি বারাসতের বিজেপির কার্যালয়ের বাইরে সাঁটিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে স্বপন মজুমদারের মাদক পাচার আইনে জড়িয়ে পড়া থেকে শুরু করে একাধিক খবর প্রকাশিত হয়েছে। এদিন সকালে বারাসতে নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করতে আসেন বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার। সেখানে বিজেপি কর্মীরা স্বপন মজুমদারকে বহিরাগত প্রার্থী বলে আখ্যা দেয়। বিজেপি প্রার্থীর সামনেই প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ্যে আসে।

বাংলার পুলিশকেই বিজেপি শাসিত রাজ্যে

ভোটের কাজে ব্যবহার করবে কমিশন

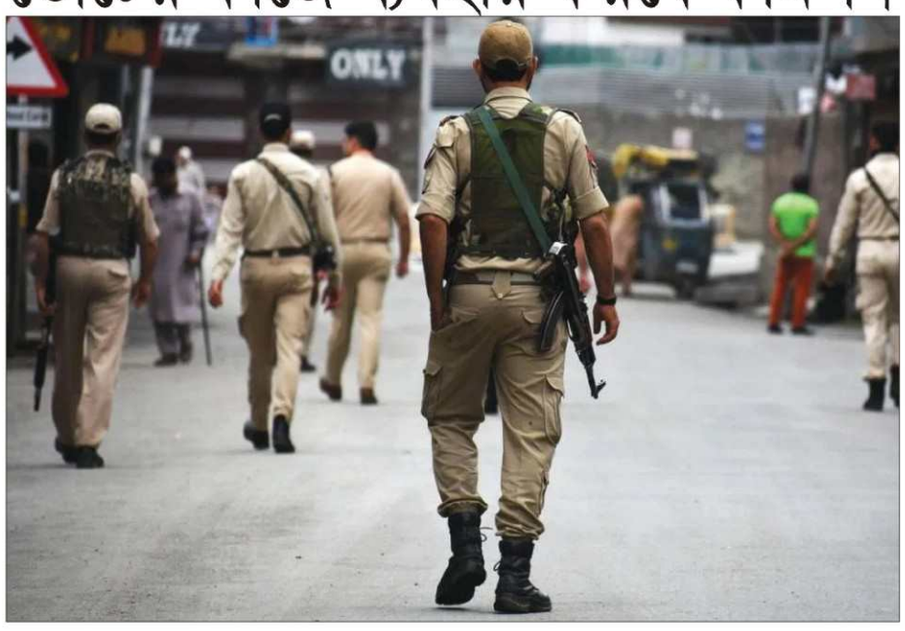

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের জন্য রাজ্য পুলিশেই আস্থা! পশ্চিমবঙ্গে যখন রুটমার্চ চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, তখন এ রাজ্যের পাঁচ কোম্পানি পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ নির্বাচনে। নির্বাচন কমিশনের সেই সিদ্ধান্ত ঘিরেই প্রশ্ন উঠেছে। দুর্গাপুর সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী থেকে ৫ কোম্পানি ফোর্স আগামী ৮ এপ্রিল থেকে মধ্যপ্রদেশে মোতায়েন করা হবে।উল্লেখ্য, এ রাজ্যে মোতায়েন করা হচ্ছে প্রচুর সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী। পশ্চিমবঙ্গের জন্য মোট ৯২০ কোম্পানি বাহিনী চেয়েছিল নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই রাজ্যে এসেছে ১৫০ কোম্পানি বাহিনী। আরও ২৭ কোম্পানি আসছে আগামী ১ এপ্রিল।এছাড়া মোট ১০ কোম্পানি রাজ্য পুলিশের বাহিনী পাঠানো হচ্ছে ছত্তীসগঢ়ে। এই ১০ কোম্পানি বাহিনীর মধ্যে ব্যারাকপুর সশস্ত্র বাহিনী ব্রিগেড থেকে যাচ্ছে ৫ কোম্পানি, উত্তরবঙ্গ সশস্ত্র বাহিনী ব্রিগেড থেকে ২ কোম্পানি, ইএফআর ব্রিগেড থেকে ১ কোম্পানি ও কলকাতা পুলিশ থেকে ২ কোম্পানি বাহিনীকে ছত্তীসগঢ়ে পাঠানো হবে লোকসভা নির্বাচনের কাজে।

প্রশ্ন হল, যে রাজ্যের পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দল। সেই পুলিশকেই বিজেপি শাসিত রাজ্যে ভোটের কাজে ব্যবহার করছে কমিশন? তবে, কমিশনের কর্তারা মনে করছেন, রাজ্য বা কেন্দ্র নয়, ভোটের সময় সবাই নির্বাচন কমিশনের অধীনে কাজ করেন। সে ক্ষেত্রে অনেক রাজ্যের ভিন রাজ্যের পুলিশকে দায়িত্ব দেওয়া হল। তাই রাজ্য পুলিশে আস্থা রাখার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কিছু নেই বলেই দাবি কমিশনের।

লোকসভা নির্বাচনের আগে ডায়মন্ড হারবারে

দলীয় বৈঠক করেন অভিষেক

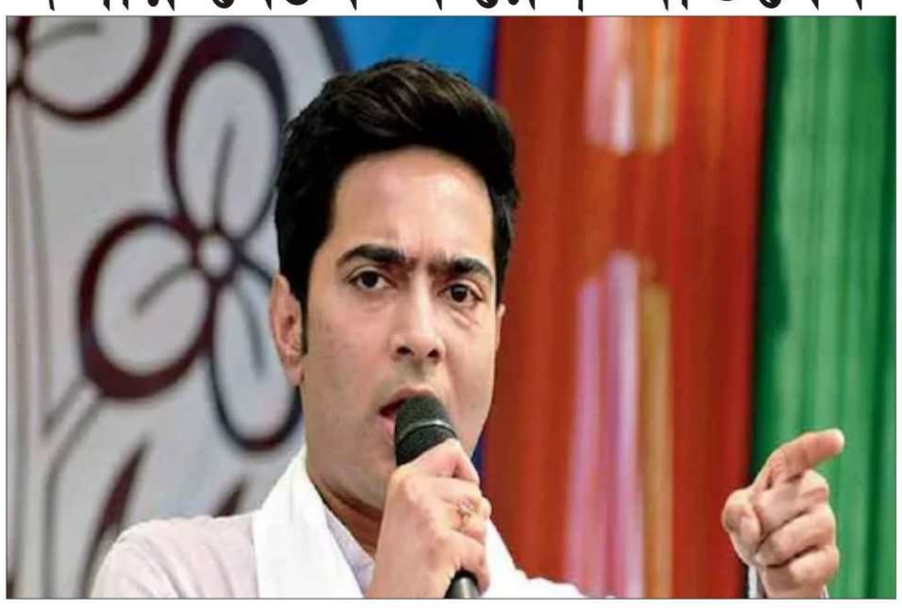

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রস্তুতি চরমে। সেই আবহেই নিজের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে গিয়ে কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দেয়াপাধ্যায় । আগের ভোটে ডায়মন্ড হারবারের কিছু ওয়ার্ডে বিজেপি এবং আই এস এফ কেন লিড পেল, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তিনি। কারণ চিহ্নিত করে বোঝাতে হবে বলে নির্দেশ দিলেন ডায়মন্ড হারবারের চার কাউন্সিলর এবং উপপুরপ্রধানকে। এদিনের বৈঠকেও অভিষেক সেই সবের উল্লেখ করেন বলে জানা গিয়েছে। এত কিছুর পরও ডায়মন্ড হারবারের কিছু মানুষ কেন তৃণমূলকে ভোট দিচ্ছেন না, কোথায় দূরত্ব থেকে যাচ্ছে, জানতে চান তিনি। রীতিমতো আগের নির্বাচনের পরিসংখ্যান তুলে ধরে জবাব চান অভিষেক। এত কিছুর পরও যদি মানুষ তৃণমূল বিমুখ হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে স্থানীয় নেতৃত্বকে নিতে হবে, প্রয়োজনে সরে যেতে হবে বলে বার্তা দেন। আগামী কালও বৈঠক রয়েছে। বৈঠক রয়েছে পরশুও। সেখানে অভিষেক আরও কি বলেন, সেদিকে নজর দলের।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সওকত মোল্লা। তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন, অন্য দিকে, গত ১০ বছরে ডায়মন্ড হারবারের সার্বিক উন্নয়নে প্রায় ৫৮০০ টাকা খরচের বিষয়টি নিয়ে মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছতে হবে। আজ থেকেই এই কাজ শুরু করার নির্দেশ দিলেন তিনি। আগামী দিনে ডায়মন্ড হারবারে আমরা আরও ভাল ফল করতে পারব বলে আশা আমাদের।"

যদিও বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, "অভিষেকবাবুর এই ধরনের বক্তব্য আমরা আগেও শুনেছি। উনি যা বলেন, তার উল্টোটা করেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় শান্তির কথা বলেও সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হয়েছিল। আসলে গিমিকের রাজনীতি করেন উনি। সংবাদমাধ্যমে কিছু বাল কথা বলেন, হাতির দাঁতের মতো। ওঁর ভিতরের দাঁত সন্ত্রাসের রক্তে আলোকিত। ওঁর এসব মন্তব্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে করি না আমি।"লোকসভা নির্বাচনের আগে ডায়মন্ড হারবারে দলীয় বৈঠক করেন অভিষেক। সেখানেই আগের নির্বাচনের ফল নিয়ে স্থানীয় নেতাদের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দেন অভিষেক। জানতে চান, এত কিছুর পরও আগের নির্বাচনে কিছু ওয়ার্ডে কী করে লিড পেল বিজেপি এবং আই এস এফ? কেমন এমন হল, তার কারণ জানতে চান তিনি স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে। বিরোধী দলের এগিয়ে যাওয়ার কারণ চিহ্নিত করে বোঝাতে হবে বলে নির্দেশ দেন।

শুধু তাই নয়, ডায়মন্ড হারবারে স্থানীয় নেতৃত্বের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন অভিষেক। তিনি বলেন, "এত পরিষেবার পরও যদি ফল খারাপ হয়। বুঝতে হবে, মানুষ চাইছেন না। তাহলে সরে যাওয়া উচিত।" লোকসভা নির্বাচনের আগে অভিষেকের এই মন্তব্য যথেষ্ট তাতপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

এদিন যে দলীয় বৈঠক শুরু হয়েছে, তা টানা তিন দিন চলবে বলে জানা গিয়েছে। আর বৈঠকের প্রথম দিনই কড়া বার্তা দিতেন অভিষেক। বিরোধীদের ভোট দিচ্ছেন মানুষ, তৃণমূলকে কেন দিচ্ছেন না, তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে, মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে বলে জানান অভিষেক। তিনি সাংসদ থাকাকালীন ডায়মন্ড হারবারের উন্নয়নে ৫৫০০ কোটি ব্যয় হয়েছে, বার্ধক্যভাতা দেওয়া হয়েছে ৭০ হাজার মানুষকে, এমনটা আগেও একাধিক বার জানিয়েছেন অভিষেক।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের

মধ্যে সংঘাত দেখা দিতে পারে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কদিন আগে সমাবর্তন অনুষ্ঠান নিয়ে উচ্চশিক্ষা দফতর বনাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সংঘাত তৈরি হয়েছিল। কারণ এই অনুষ্ঠান করতে গেলে উচ্চশিক্ষা দফতরের অনুমতি নিতে হয়। সেটা এই বিশ্ববিদ্যালয় নেয়নি, উলটে আমন্ত্রণ করে বসেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন নিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের মধ্যে সংঘাত দেখা দিতে পারে। জেলা নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর নামাঙ্কিত ফলক ঢাকা হয়েছিল। আদর্শ আচরণ বিধিতে তার কোনও নির্দেশিকা নেই। তাই আবার ফলকের আবরণ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। উচ্চশিক্ষা দফতরের আপত্তি সত্ত্বেও সমাবর্তন হচ্ছে কেন? প্রশ্ন উঠছে।তাই সমাবর্তন করার অনুমতি দেয়নি উচ্চশিক্ষা দফতর। এবার সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত ফলক ঢেকে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে আসানসোলের কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর এই বিতর্ক তৈরি হতেই পথে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদ।বুধবার সকালে এই বিষয়টি নজরে পড়তেই ক্ষোভপ্রকাশ করে তৃণমূল কংগ্রেস। বিতর্ক তীব্র হতেই ফলক থেকে ঢাকা খুলে ফেলা হয়েছে বলে খবর। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করেছেন, এই বিষয়ে তাঁদের কোনও হাত নেই। যা করার নির্বাচন কমিশন করেছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষা দফতর এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ না জানানোয় আজ যখন রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোসের কনভয় প্রবেশ করছিল তখন গো-ব্যাক স্লোগান দেয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা। তাতে বেশ অস্বস্তিতে পড়ে যান রাজ্যপাল। গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর এই অনুষ্ঠান করা নিয়ম বহির্ভূত বলে চিঠি দেয়। কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নতুন ভবনের উদ্বোধনের সময় ফলকটি বসানো হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।এদিকে আবার ফলক বিতর্ক তৈরি হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে তৃণমূল কংগ্রেস। এই বিষয়ে শিক্ষক সংগঠন

এরপর ৩ পাতায়

রানিমার ইমজেই এখন হাতিয়ার বিজেপির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী রাজবধূ অমৃতা রায়। সাংসদ পদ হারানো মহুয়া মৈত্রকে জেতাতে তৃণমূল যে ঝাঁপাচ্ছে তা বেশ টের পাচ্ছে বিজেপি। তবে তারাও 'রানিমা' অমৃতা সিংকে প্রার্থী করে কম ভালা জায়গায় নেই বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। রানিমার ইমজেই এখন হাতিয়ার বিজেপির।কলকাতার লা মার্টিনিয়ার স্কুলে পড়াশোনা

এরপর ৩ পাতায়

ভোটার তালিকায় 'ভূতেদের' ধরতেও

এ বার রাজ্যে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের দফতরকে সতর্ক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রার্থীদের মনোনয়নের শেষ দিন পর্যন্ত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত করাই নয়, ভোটার তালিকায় 'ভূতেদের' ধরতেও এ বার রাজ্যে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের দফতরকে সতর্ক করে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এ বারই বলা হয়েছে, যত দূর সম্ভব ভোটদাতাদের ভোটযন্ত্রে মত প্রকাশের সুযোগ দিতে সেই কেন্দ্রে প্রার্থীদের মনোনয়ন পেশের শেষ দিন পর্যন্ত ভোটার তালিকায় নাম যোগ করা যাবে।অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী

এরপর ৩ পাতায়

কেজরীওয়ালকে হেফাজতে নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে সিবিআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইডির হেফাজত শেষ হচ্ছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়ালের। কিন্তু তার পরও তিনি ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন না। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই কেজরীওয়ালকে হেফাজতে নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে আরও এক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। বুধবারই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে হেফাজতে পাওয়ার সরকারি প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে তারা।অন্য দিকে, ইডি সূত্রে খবর, দিল্লি হাই কোর্টে নিজের গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে যে মামলা করেছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরী, তার জবাব দেওয়ার জন্য হাই কোর্টের কাছে কিছুটা সময় চাইবে ইডিও। ফলে দীর্ঘায়িত হবে কেজরীর মামলার শুনানি।আম আদমি পার্টির প্রধান তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দকে গত ২১ মার্চ তাঁর বাড়িতে গিয়ে গ্রেফতার করেছিল ইডি। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রীকে সাত দিনের জন্য হেফাজতে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ইডিকে। হিসাব মতো ২৮ মার্চ, বৃহস্পতিবার সেই হেফাজতের মেয়াদ পূর্ণ হচ্ছে। সূত্রের খবর তার পরই কেজরীকে হেফাজতে নিতে চেয়ে আবেদন করতে চলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় তদন্ত শুরু করেছে এই কেন্দ্রীয় সংস্থাও। কী ভাবে দিল্লির অজস্র মদ বিক্রেতাকে আইন বাঁচিয়ে ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হল তার তদন্ত করছে সিবিআই। একই সঙ্গে অভিযোগ, ঘুষের বিনিময়ে ওই অনুমতি পাইয়ে দেওয়ার জন্য দিল্লির সরকারি আবগারি নীতিতে যে রদবদল হয়েছে, তা হয়েছে কেজরীর অনুমতি সাপেক্ষেই। তিনি নিজেও এর 'সুফল' পেয়েছেন। তদন্তকারীদের অনুমান, অন্তত ৬০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে।

১-ম পাতার পর

ডিআইজি মমতার দালাল ও ষড়যন্ত্রকারী অভিযোগ জানাবে অধীর

খাগড়া থানাকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন অধীর চৌধুরী। এব্যাপারে তথ্য প্রমাণ আছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেছেন, মুর্শিদাবাদ-নদিয়ায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করতে চাইছেন মুকেশ কুমার। পুলিশ যতই কংগ্রেস কর্মীদের মনোবল ভাঙতে চেষ্টা করুক, নির্বাচন এখানে সুষ্ঠুভাবে হবেই। তিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে, তার ব্যবস্থা তিনি করবেনই। অধীর চৌধুরী বলেছেন, পুলিশ যদি মনে করে থাকে, তৃণমূলকে খুশি করতে গিয়ে গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করবে, তাহলে কংগ্রেস কর্মীরা তা মেনে নেবে না।

বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী বলেছেন, ২০১৯-এ মুর্শিদাবাদের এসপি ছিলেন এই মুকেশ কুমার। আর এবার পদোন্নতি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে পাঠিয়েছেন ডিআইজি হিসেবে। অধীর চৌধুরী চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, প্রাক্তন অনেক পুলিশ অধিকারিক ভোটে দাঁড়িয়েছেন। তাহলে এই আইপিএসও দাঁড়াতে পারেন। তিনি কটাক্ষ করে বলেছেন, যদি তৃণমূলের দালালি করতে ভাল লাগে, তাহলে ভোটে দাঁড়িয়ে পড়ুন।

১-ম পাতার পর

ইডির উদ্ধার করা দুর্নীতির টাকা বিতরণ করা হবে গরিবদের মধ্যে

যায়, তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছেন তিনি। মোদী আরও বলেন যে, বিজেপি যেমন একদিকে দেশ থেকে দুর্নীতি নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর, ঠিক তেমনই সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণরা একজোট হয়েছেন একে অন্যকে বাঁচাতে। তবে ফোনে অমৃতা রায়কে প্রধানমন্ত্রী মোদী গ্যারান্টি দেন যে,'আমার বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পরিবর্তনের ভোট দেবে। '২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম তালিকা প্রকাশ হতে দেখা যায়, রাজমাতা অমৃতা রায়কে কৃষ্ণনগর থেকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। অমৃতা রায় কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পরিবারের সদস্য। তাঁকে রানিমা বলা হয় সেখানে। উল্লেখ্য, কৃষ্ণনগরে তৃণমূল প্রার্থী করেছে মহুয়া মৈত্রকে। একদিকে রাজমাতা অমৃতা রায়, অন্যদিকে মহুয়া মৈত্র। জমজমাট লড়াই হতে চলেছে কৃষ্ণনগরে। প্রসঙ্গত, মহুয়ার সমর্থনে কৃষ্ণনগর থেকেই লোকসভা নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে চলেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগেই রাজমাতাকে মোদীর ফোন নিঃসন্দেহে তাতপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল।ফোনে তাঁকে প্রার্থী করার জন্য মোদীকে ধন্যবাদও জানান রাজমাতা। অপর প্রান্ত থেকে মোদীও খোঁজখবর নেন যে তাঁর নির্বাচনী প্রচার কেমন চলছে। সেইপ্রসঙ্গে রাজমাতা অমৃতা রায় প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে এও জানান যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরিবার ব্রিটিশদের 'সাথ' দিয়েছিল বলে অনেকেই এখানে বিরোধিতা করছে। কেউ জমি দান ও ভালো কাজের কথা বলছে না। যা শুনে প্রধানমন্ত্রী মোদী রাজমাতাকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করা মানুষ অনেকে উলটোপালটা কথা বলবে। বদনাম করার চেষ্টা করবে। সাড়ে ৩০০ বছরের পুরনো কথা টেনে আনবে। বর্তমান থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা করবে। অথচ এরাই আবার রামের প্রসঙ্গে বলবে, হাজার বছরের পুরনো ইতিহাস! সবটাই দ্বিমুখী আচরণ বলে কটাক্ষ করেন মোদী।

২ পাতার পর

ভোটার তালিকায় 'ভূতেদের' ধরতেও এ বার রাজ্যে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের দফতরকে সতর্ক

আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগীও এ দিন আদর্শ আচরণ বিধি জারি রাখতে সাম্প্রতিক পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, লোকসভা ভোটের প্রথম পর্যায়ের তিনটি কেন্দ্র কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারের জন্য যথাক্রমে ১৭ কোম্পানি, ১১ কোম্পানি এবং ৯ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত বেআইনি লেনদেনের ৫ কোটি ৫ লক্ষ টাকার নগদ, ২৮ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার মদ, ১৪ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ মাদক, ১৯ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার সোনাদানা এবং ৪০ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার অন্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।তবে দেশে ভোটকালীন আদর্শ আচরণ বিধি চালু হওয়ার পরে কেউ মারা গেলে বা অন্যত্র সরে গেলেও তালিকা থেকে তাঁর নাম মোছার অবকাশ নেই। অতএব ভোটার তালিকায় ফের 'ভূতেদের' বাসা বাঁধা নিয়েও সংশ্লিষ্ট অনেকের আশঙ্কা ছিল। সোমবার কমিশনের নয়া নির্দেশে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।কমিশনের নয়া নির্দেশে বলা হয়েছে, আলাদা করে এ এস ডি ভোটার তালিকা (অ্যাবসেন্ট, শিফটেড অ্যান্ড ডিলিটেড) বা অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত এবং তালিকা থেকে অতীতে নাম প্রত্যাহার করা ভোটারদের তালিকা প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসারকে দিতে হবে। ভোটের সময়ে কোনও সংশয় হলে দু'টি তালিকা মিলিয়ে দেখলেই সমস্যার সমাধান হবে। নিজের কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে পারবেন না এমন ভোটারদের পোস্টাল ব্যালটে অধিকার প্রয়োগে ১২ডি ফর্মও সুষ্ঠু ভাবে দিতে বলা হয়েছে। ভোটযন্ত্র এবং ভিভিপ্যাটের স্ট্রংরুমে সিসি ক্যামেরা বসিয়ে সতর্কতায়ও জোর দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়গুলি নিয়ে নির্দিষ্ট দিন ধরে ধরে বিভিন্ন কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক, নির্বাচনী আধিকারিক এবং পুলিশকর্তাদের সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্সে বসার কথাও কমিশন জানিয়েছে।

প্রথমবারের ভোটদাতাদের জন্য সিবিসি-র উদ্যোগে বিশেষ কর্মশালা

কলকাতা, ২৭ মার্চ, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন (সিবিসি), কলকাতা বুধবার প্রথমবারের ভোটদাতাদের জন্য এক সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করে। এর সহায়তায় ছিল ভারতের নির্বাচন কমিশন। সল্টলেক সিজিও কমপ্লেক্সে আয়োজিত এই কর্মশালায় আসন্ন সাধারণ নির্বাচন, ২০২৪-কে নজরে রেখে পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক শ্রী অরিন্দম নিয়োগী মূল ভাষণ দেন। এছাড়া, উপ-নির্বাচনী আধিকারিক এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। কলকাতার ছ'টি কলেজের পড়ুয়ারা ছাড়াও বিধাননগর সরকারি মহাবিদ্যালয়, ডিরোজিও মেমোরিয়াল মহাবিদ্যালয়, সরোজিনী নাইডু মহিলা মহাবিদ্যালয়, সুরেন্দ্র নাথ মহাবিদ্যালয়, সারদা বিদ্যা ভবন এবং মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এই কর্মশালায় অংশ নেন। শ্রী নিয়োগী প্রথমবারের ভোটদাতাদের তাঁদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বলেন। নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কেও তাঁদের অবগত করেন। নির্বাচন কমিশন ভোটদাতাদের সচেতন করতে ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য জানাতে যে নতুন মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে, সে সম্পর্কে জানান। জাতীয় ভোটার দিবসে নির্বাচন কমিশনের সামাজিক মাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন।

প্রথমবারের ভোটদাতাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় উপ-নির্বাচনী আধিকারিক শ্রী সুব্রত পাল আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। 'সক্ষম' অ্যাপ-এর বিভিন্ন দিকের বিষয়ে আলোকপাত করেন। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় দিব্যাঙ্গজনেদের অংশগ্রহণ সহজ করে তুলতে এই অ্যাপ আনা হয়েছে। এছাড়া, প্রবীণ নাগরিকদের ভোটদান নিশ্চিত করতেও নির্বাচন কমিশন বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। উভয় নির্বাচনী আধিকারিক নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে পড়ুয়াদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সিবিসি-র নির্দেশক শ্রী পার্থ ঘোষ অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান। তিনি ভোটদানের অধিকারীর গুরুত্ব এবং সজ্ঞানে ভোটদানের প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করেন।

কর্মশালায় প্রথমবারের ভোটদাতা ও দিব্যাঙ্গজনেদের উৎসাহ দিতে নির্বাচন কমিশনের একটি দৃশ্য-শ্রাব্য উপস্থাপনা প্রদর্শিত হয়। এই প্রথম কলকাতায় এটি দেখানো হল। ভারতের নির্বাচন সম্পর্কে একটি ক্যুইজ প্রতিযোগিতাও আয়োজিত হয়। দেখানো হয় ম্যাজিক শো।

রানিমার ইমজেই এখন হাতিয়ার বিজেপির

অমৃতা রায়ের। স্কুল শেষ করে পড়াশোনা করেন লোরটো কলেজে। পরে তিনি ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ে মন দেন। কিন্তু সেটিকে নিজের পেশা করেনি। বরং নিজের পরিবার, ঐতিহ্য নিয়েই নিজেকে ব্যস্ত ছিলেন। মনে করা হয় কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারের হাত ধরেই বাংলায় জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনা হয়। কিছুদিন আগেই একটা জল্পনা তৈরি হয়েছিল যে তিনি রাজনীতিতে আসছেন। এর মধ্যেই তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন। তারপরেই তিনি বিজেপির প্রার্থী হয়ে যান। জেলা রাজনৈতিক মহলের খবর, কৃষ্ণনগর সহ জেলায় তাঁর প্রভাব যথেষ্টই। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগে খুবই ভালো। মঙ্গলবার তাঁকে ফোন করেন খোদ প্রধানমন্ত্রী মোদী। ফলে তৃণমূলের পক্ষে লড়াইটা খুব এক মসৃণ হবে না বলেই মনে করেছে বিরোধীদের একাংশ।প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পরপরই তিনি সংবাদমাধ্যমে বেশকিছু বোমা ফাটিয়েছেন।

প্রার্থী হিসেব অমৃতা রায়ের নাম ঘোষণার পরপরই তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন, পরাধীন ভারতে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল কৃষ্ণনগরের রাজপরিবার। সিরাজ উদ দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময়ে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল কৃষ্ণনগরের রাজপরিবার। বিজেপির ওই প্রার্থীর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মৌচাকে ঢিল মেরে দিয়েছিলেন কুণাল।কুণাল ঘোষের ওই মন্তব্যের পাল্টা জোরাল জবাব দিয়েছেন 'রানিমা' অমৃতা রায়। তিনি বলেন, কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারের ইতিহাস বিকৃতভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। বিভিন্ন উদাহরণ তুলে তিনি বলেন সেই সময়ে ঘটনা প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল রাজপরিবারকে। রাজনীতি করার জন্য তা এখন বিকৃত করা হচ্ছে। অমৃত রায়ের পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মোঘল বিরোধিতার ইতিহাসও। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অমৃতা রায়ের ইতিহাস।

১১টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মনোনয়ন পরীক্ষা হবে ৫ এপ্রিল, জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে এই কাজ হবে ৬ এপ্রিল

নতুন দিল্লি, ২৭ মার্চ, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : সাধারণ নির্বাচন ২০২৪-এর দ্বিতীয় পর্বের প্রার্থী পদ দাখিলের সময় আগামীকাল শুরু হচ্ছে। ২৮.০৩.২০২৪ তারিখে এই পর্বে ১২টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৮৮টি আসনে লোকসভা নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করবে ভারতের নির্বাচন কমিশন। এই পর্বে ভোট নেওয়া হবে ২৬.০৪.২০২৪ তারিখে। আউটার মণিপুর কেন্দ্রের একটি অংশেও ভোটগ্রহণ হবে ওই দিন। প্রথম পর্বের ভোটগ্রহণের বিজ্ঞপ্তির মধ্যেই ওই কেন্দ্রটির কথাও ছিল। এই সংসদীয় কেন্দ্রে ১৫টি বিধানসভা অঞ্চলে ভোট নেওয়া হবে ১৯.০৪.২০২৪ তারিখে। বাকি ১৩টি বিধানসভা অঞ্চলে ভোটগ্রহণ ২৬.০৪.২০২৪ তারিখে। দ্বিতীয় পর্বে অন্য যেসব রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোট নেওয়া হবে তার মধ্যে রয়েছে অসম, বিহার, ছত্তিশগড়, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ।

১-ম পাতার পর

বুধবার মহিষাদলে গিয়েছেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। এমনই কথা জানালেন তিনি।সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগেই নারদ কাণ্ডে ততপর হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। বিরোধীদের দাবি, যদি সঠিক সময় তদন্ত হয় তবে শুভেন্দু অধিকারী আগে জেলে যাবেন। এদিন সেই প্রসঙ্গ উঠতেই হেসে ওঠেন প্রাক্তন বিচারপতি। সিবিআই তদন্ত হোক। তাহলেই তো আসল সত্য বেরিয়ে আসবে। ওই ঘটনাটি একটি চক্রান্ত ছিল কী না, সেই বিষয়টিও উঠে আসবে তদন্তে। এমনই বক্তব্য রাখলেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। ম্যাথু স্যামুয়েলের সিবিআইকে চিঠি দেওয়া নিয়ে খোঁচা দিয়েছেন তিনি। এটা ওনার একটা উপন্যাসের প্লট হতে পারে। মন্তব্য অভিজিতের।

গতকাল নন্দীগ্রামে তিনি গিয়েছিলেন। আজ বুধবার মহিষাদলে গিয়েছেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানে দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকও আছে। রণকৌশল ও প্রচার পরিকল্পনা দুটোই হবে সেখানে। এমনই বার্তা দিলেন তিনি।

বিচারপতি ঋতু রাজ অবস্তি ভারতের লোকপালের

বিচার বিভাগীয় সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিচারপতি ঋতু রাজ অবস্তি লোকপালের বিচার বিভাগীয় সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান ভারতের লোকপালের চেয়ারপার্সন বিচারপতি এ এম খান উইলকর।

শ্রী পঙ্কজ কুমার এবং শ্রী অজয় তিরকে লোকপালের সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন। নতুন দিল্লিতে ভারতের লোকপালের কার্যালয়ে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নবনিযুক্তরা বর্তমান দুই বিচার বিভাগীয় সদস্য বিচারপতি পি কে মহান্তি এবং বিচারপতি অভিলাষা কুমারী ও অন্য তিন সদস্য শ্রী ডি কে জৈন, শ্রীমতী অর্চনা রামসুন্দরম এবং শ্রী মহেন্দ্রর সিং-এর স্থলাভিষিক্ত হলেন। তাঁরা লোকপালে তাঁদের কাজ করার মেয়াদ ২৬ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সম্পূর্ণ করেছেন। বিচারপতি ঋতু রাজ অবস্তি ভারতের লোকপালের বিচার বিভাগীয় সদস্য হিসেবে যোগদানের আগে ভারতের ২২তম আইন কমিশনের চেয়ারপার্সন পদে আসীন ছিলেন। এর আগে তিনি কর্ণাটক হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও ছিলেন। গুজরাট ক্যাডারের ১৯৮৬ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক শ্রী পঙ্কজ কুমার, লোকপালের সদস্য হিসেবে যোগদানের আগে গুজরাটের মুখ্য সচিব ছিলেন।

মধ্যপ্রদেশ ক্যাডারের ১৯৮৭ ব্যাচের আইএএস শ্রী অজয় তিরকে ভারতের লোকপালের সদস্য হিসেবে যোগদানের আগে ভারত সরকারের ভূমিসম্পদ দপ্তরের সচিব ছিলেন।

সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনার শ্রী প্রবীণ কুমার শ্রীবাস্তব ও সিবিআই এবং ইডি-র অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

২ পাতার পর

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের মধ্যে সংঘাত দেখা দিতে পারে?

ওয়েবকুপার সহ-সভাপতি মনিশঙ্কর মণ্ডল বলেন, 'রাজ্যপালের মুখ্যমন্ত্রীর নামে এত নিরানন্দ কেন? এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করছি।' আর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি অভিনব মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'এই ঘটনা রাজ্যবাসীর অপমান। আমরা বিক্ষোভ দেখাব।' এইসব নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাতাবরণ তপ্ত হয়ে উঠেছে তখন মুখ খুললেন উপাচার্য। কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোনও সম্পর্ক নেই। নির্বাচন কমিশন এমনটা করেছে। আমাদের কোনও হাত নেই।'

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৮৫ সংখ্যা ২৮ মার্চ, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ১৪ চৈত্র, ১৪৩০

সাধারণ নির্বাচন ২০২৪ সংক্রান্ত

তথ্যাদি পাওয়ার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম সহায়ক একটি পোর্টাল চালু করলো পিআইবি

নতুন দিল্লি, ২৭ মার্চ, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো https://pib.gov.in/elect2024/index.aspx শীর্ষক একটি পোর্টাল চালু করেছে। এটি সাধারণ নির্বাচন ২০২৪ সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের কাছে একটি সহায়ক এক জানালা পরিষেবা। এখানে যে বিষয়গুলি রয়েছে

১) ডিজিটাল ফ্লিপ বুক : এখানে মিলবে বিশ্লেষণধর্মী নানা তথ্যাদি যা সাংবাদিকরা লেখালেখির কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

২) থাকছে প্রয়োজনীয় নানা সংযোগসূত্র বা লিঙ্ক যার সাহায্যে সাংবাদিকরা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটের প্রয়োজনীয় অংশে পৌঁছে যেতে পারবেন সহজে।

৩) প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সহজে বোধগম্য করতে রয়েছে একাধিক রেখাচিত্র।

৪) সাধারণ নির্বাচনের বিভিন্ন পর্বের দিনক্ষণ ও স্থান তুলে ধরা হয়েছে মানচিত্রায়নের মাধ্যমে।

৫) নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি আপলোড করা হচ্ছে তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে।

৬) ভারতে নির্বাচন কমিশনের জাতীয় এবং প্রাদেশিক স্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সম্পর্কে তথ্যাদি দেওয়া থাকছে সুনির্দিষ্টভাবে।

৭) থাকছে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশাবলী এবং সাংবাদিকদের করণীয় সম্পর্কে বিশদ দিশানির্দেশ।

৮) সর্বশেষ ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে অবহিত রাখা হবে সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের।

সম্পাদকীয়

বিজেপিকে জোড়া নোটিস ধরিয়েছে নির্বাচন কমিশন

বুধবার বিজেপিকে জোড়া নোটিস ধরিয়েছে নির্বাচন কমিশন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কু-মন্তব্য করার জন্য বর্ধমান-দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে শোকজ নোটিস দেওয়া হয়েছে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দিতে হবে তাঁকে।বাংলায় নির্বাচনী সন্ত্রাস ও হিংসার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে জাতীয় নির্বাচন কমিশন গত প্রায় বিশ বছর ধরে বাংলায় ভোট করানোর জন্য নানান পদক্ষেপ করেছে। তার সবই যে সফল হয়েছে তা নয়। এবারও কমিশন পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিয়েছে, ভোটের সময়ে আইনশৃঙ্খলার রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যেরই, কেন্দ্রীয় বাহিনীর নয়। তবে রাজ্যের কোনও পুলিশ কর্তা বা প্রশাসনিক কর্তার কাজে বিচ্যুতি ঘটলে কমিশন বুঝে নেবে।

সবমিলিয়ে দিলীপ-হিরণের শোকজ নোটিস রাজ্যের শাসকদলের কাছে ক্ষণিকের আনন্দ বৈকি। কমিশন আসলে বুঝিয়ে দিল, কু-কথা তথা আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘন করলে তারা বসে থাকবে না। যে দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসবে, প্রমাণিত হলে কড়া ব্যবস্থা নেবে। আর সেটাই শুরু করল কেন্দ্রের দল বিজেপিকে দিয়ে।একই ভাবে ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়কে নোটিস দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এবার ভোট বেশ লম্বা। টেস্ট ম্যাচের মতো বড় ইনিংস। তার শুরু থেকেই কমিশনের এমন ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে অশনিসংকেত দেখছেন অনেকেই।

কেন্দ্রে এখন কেয়ারটেকার সরকার চলছে ঠিকই। কিন্তু রাজনীতিতে সাধারণ ধারণা হল, নির্বাচন কমিশনের উপর কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব থাকে। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ঠারেঠোরে এহেন অভিযোগ আগেও উঠেছে। কিন্তু অনেকে মনে করছেন, এবার কমিশন শুরুতেই বিজেপির দুই প্রার্থীর বিরুদ্ধে নোটিস ইস্যু করে নিরপেক্ষতার একটা স্পষ্ট বার্তা দিয়ে দিল। বিশেষ করে দিলীপ ঘোষ কোনও ছোট মাপের নেতা নন। রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ। সর্বভারতীয় বিজেপির সহ সভাপতি ছিলেন তিনি।পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, দিলীপের বিরুদ্ধে কমিশনের পদক্ষেপের অর্থ পরিষ্কার। তা হল, পান থেকে চুন খসলে এর পর বাকিদেরও কমিশনের নোটিস ও যথাযথ পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

আরও তাতপর্যপূর্ণ হল, দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে কমিশন যাতে ব্যবস্থা নেয় সে ব্যাপারে তৃণমূলকে নির্বাচন সদনের উপর খুব চাপ তৈরি করার প্রয়োজন পড়েনি। বরং ব্যাপারটা অনেকটা যেন এরকমই যে কমিশন নোটিস পাঠানোর ব্যাপারে নিজেরাই ছানবিন করে রেখেছিল। এরই মধ্যে আবার বুধবার সকালে দিলীপ তাঁর কু-মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করায় ইস্যুটা কিছুটা লঘুতর হয়ে যায়। কিন্তু দিলীপ ও হিরণের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিস ইস্যুর মাধ্যমে কমিশন বড় দরজা খুলে রাখল বলেই মনে করা হচ্ছে। বাংলায় নির্বাচনী সন্ত্রাস ও হিংসার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে জাতীয় নির্বাচন কমিশন গত প্রায় বিশ বছর ধরে বাংলায় ভোট করানোর জন্য নানান পদক্ষেপ করেছে। তার সবই যে সফল হয়েছে তা নয়। এবারও কমিশন পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিয়েছে, ভোটের সময়ে আইনশৃঙ্খলার রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যেরই, কেন্দ্রীয় বাহিনীর নয়। তবে রাজ্যের কোনও পুলিশ কর্তা বা প্রশাসনিক কর্তার কাজে বিচ্যুতি ঘটলে কমিশন বুঝে নেবে।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

স্বপন সরদার এর নামের পদবী ছিল সরদার আমার নামের পদবী ছিল সরদার। উনার সংস্পর্শে আসার পর আমি পড়াশুনার মাঝে আদিবাসীদের কে নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলাম বাংলা সহ বাংলার বাইরে বিভিন্ন রাজ্যে। একপ্রকার সুন্দরবনের আদিবাসীদের কে নিয়ে গবেষণা করে চলেছি, আর সেই সূত্র ধরেই বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক ও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আমার যাতায়াত ছিল, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে একাধিকবার পা দিয়েছে সেই কারণেই।**ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

মানুষের মনের মধ্যে ধ্যান ধারণা, ভক্তি-শ্রদ্ধা আর আধ্যাত্বিক অনুভূতি যদি জন্ম নেয়, তাহলে ঈশ্বর প্রার্থী হতে পারেন তিনি। সেই জন্যেই চেতনার সৃষ্টি আর অনুভূতির উপলব্ধি মধ্যে জন্ম জ্ঞানচক্ষু,আর সেই জ্ঞানচক্ষু দিয়েই স্বয়ং ঈশ্বর কে দেখতে পাবে এযুগের মানুষেরা।স্বর্গ, নরক ও মর্ত্য তো সবই ত্রিভুবন ধরাধামে অবস্থিত।তাই মানবজাতির পাপ-পুণ্যের বিচার হবে মৃত্যুর আগেই।এই কথাগুলি লিখতে বসে আমার জীবনের ছোটবেলার স্মৃতি গুলো বার বার মনে পড়ে যায়। আমি ছোটবেলা থেকে নিজের ইচ্ছায় যা চেয়েছি ভগবান তা আমাকে দিয়ে করাইনি, তার যে কাজটি করানো সে কাজটি ঠিক আমাকে দিয়ে বারবার করিয়ে নিয়েছে।আমার গুরুজনেরা যেসব ধর্ম স্থানে আজও যেতে পারিনি, সেই সব ধর্ম স্থানে আমি বহুবার ঘুরে এসেছি স্বয়ং ভগবান আমাকে টেনে নিয়ে গেছে।আমার কাছে এ কোন অর্থ নেই অথচ এমন একটি যোগাযোগ তৈরি হয়েছে আমি সেখানে হাজির হয়েছি।খুব ছোটবেলায় আমাকে দক্ষিণেশ্বরে বারবার টেনে নিয়ে গেছে স্বয়ং মা ভবতারিণী।যা আমি চাইনি তাই আমি পেয়েছি, যা চেয়েছি তা আমি আজও পাইনি। এ কথাগুলো একদম চিরন্তন সত্য আমার এই বয়সেও, হঠাৎ একটি যোগ হলো আমার বাড়ির সামনে থেকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে চলে গেলেন তারাপীঠ মন্দিরে।তারাপীঠ মন্দির এত ছোটবেলায় আমি দেখতে পাবো সেটা স্বপ্নে ভাবতে পারিনি, কেনো জানেন আমার গুরুজনেরা কর্মব্যস্ততা থাকতেন এবং মানব সেবা করতে তারা ব্যাড ব্যস্ত থাকতেন।আমার সঙ্গে সময় দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তাদের সে সময় কোনদিন হয়ে ওঠেনি। ঈশ্বর যা চেয়েছেন তাই তো হয়েছে, আমার জীবনে। মায়ের মহিমা আজও আমাকে ভাবিয়ে তোলে, তারাপীঠ মন্দিরের

শশান ঘাটে বসে ছিলাম । আচমকা লাল পাড়ের সাদা কাপর পরা এক বৃদ্ধ আমার সামনে হাজির। আমার কাছে খাবার আকুতি জানিয়েছে, খাওয়া দেওয়ার মতন সামর্থ্য আমার কাছে ছিল না সেই মুহূর্তে। সেকেন্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই বৃদ্ধা।কয়েক মিনিট পরে, আমি সাড়া শ্মশান ও তারাপীঠ চত্বরে ওই বৃদ্ধাকে খুঁজে বেড়ালাম, কিন্তু তারা দেখতে পেলাম না। যে যন্ত্রনা আজও আমাকে কুরে কুরে খায়। মায়ের সেই মহিমা, আজ কারোর নয় অজানা।মায়ের মহিমা প্রচার ও অনুসন্ধান করে পথ চলা আমার জীবনের শুরু। মায়ের কোন বিকল্প শক্তি হতে পারে না এই ধরাধামে বুকে, মা অনন্ত কাল ধরে বিশ্বের জননী । তিনি ত্রিভুবনের জাগ্রত মাতৃশক্তি, সকলের জন্মদাত্রী তিনি। যুগে যুগে অবতার যিনি জগৎজননী মা সারদা। কখনও তিনি দেবী সরস্বতী বা কখনও মা লক্ষ্মী দেবী রূপে আবির্ভূতা। মা সারদা সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী মায়ের কৃপায় পাহাড় সমান বাধাকে দূরীভূত করা যায় মায়ের কৃপায় সংসারে অভাব দূর হয়ে থাকে মা সারদা আবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা যেখানেই মায়ের পায়ের ধুলো পড়েছে সেখানেই গড়ে উঠেছে এক একটি তীর্থ ক্ষেত্র। সেই জায়গা গুলো হল জয়রামবাটি, কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর, বাগবাজার, সিমলা স্ট্রিট। এক কথায় যেখানে যেখানে পায়ের পায়ের ধুলো পড়েছে সেখানে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে এক একটি তীর্থক্ষেত্র। মা আবির্ভূত হয়েছিলেন,

১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর, বাংলা ১২৬০ সনের ৮ পৌষ, অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত প্রত্যন্ত গ্রাম জয়রামবাটীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে সারদা মা রূপে। তাঁর পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সারদা দেবীর পিতৃকূল মুখোপাধ্যায় বংশ পুরুষানুক্রমে ভগবান শ্রীরামের উপাসক ছিলেন। সারদা দেবী ছিলেন তাঁদের জ্যেষ্ঠা কন্যা তথা প্রথম সন্তান। জন্মের পর প্রথমে সারদা দেবীর নাম রাখা হয়েছিল "ক্ষেমঙ্করী"। পরে "ক্ষেমঙ্করী" নামটি পালটে "সারদামণি" রাখা হয়। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃষিকাজ ও পুরোহিতবৃত্তি করে জীবিকানির্বাহ করতেন এবং তিন ভাইকে প্রতিপালন করতেন। দরিদ্র হলেও রামচন্দ্র ছিলেন পরোপকারী ও দানশীল ব্যক্তি। কথিত আছে, সারদা দেবীর জন্মের আগে রামচন্দ্র ও শ্যামাসুন্দরী উভয়েই অনেক দিব্যদর্শন করেছিলেন। সারদা মায়ের জন্মের পর রামচন্দ্র ও শ্যামাসুন্দরীর কাদম্বিনী নামে এক কন্যা এবং প্রসন্নকুমার, উমেশচন্দ্র, কালীকুমার, বরদাপ্রসাদ ও অভয়চরণ নামে পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়।বাল্যকালে সাধারণ গ্রামবাসী বাঙালি মেয়েদের মতো সারদা দেবীর জীবনও ছিল অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধে। ঘরের সাধারণ কাজকর্মের পাশাপাশি ছেলেবেলায় তিনি তাঁর ভাইদের দেখাশোনা করতেন, জলে নেমে পোষা গোরুদের আহারের জন্য ঘাস কাটতেন, ধানখেতে ক্ষেতমজুরদের জন্য মুড়ি নিয়ে যেতেন, প্রয়োজনে ধান কুড়ানোর কাজও করেছেন। সারদাদেবীর প্রথাগত বিদ্যালয়ের শিক্ষা একেবারেই ছিল না। ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে ভাইদের সঙ্গে পাঠশালায় যেতেন। তখন তাঁর কিছু অক্ষরজ্ঞান হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী দেবী ও শ্যামপুকুরে একটি মেয়ের কাছে ভাল করে লেখাপড়া করা শেখেন। ছেলেবেলায় গ্রামে আয়োজিত যাত্রা ও কথকতার আসর থেকেও অনেক পৌরাণিক আখ্যান ও শ্লোক শিখেছিলেন। ছেলেবেলায় পুতুলখেলার সময় লক্ষ্মী ও কালীর মূর্তি গড়ে খেলাচ্ছলে পূজা করতেন। সেই সময় থেকেই তাঁর বিবিধ দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতা হত। স্বয়ং ভগবান যে তার কপালে ঈশ্বর রূপ রেখা রেখে গেছে, সে কারণেই,তিন বছরের বালিকা সারদার সঙ্গে এক গানের আসরে প্রথম দেখা রামকৃষ্ণের। নবীন গায়ক দলের দিকে সারদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তুমি কাকে বিয়ে করতে চাও'। বালিকা তার ছোট্ট তর্জনী অন্য দিকে রামকৃষ্ণের দিকে নির্দেশ করে বলল একে। এরপর পাঁচ বছরের বালিকা সারদার বিবাহ হল চব্বিশ বছরের যুবক রামকৃষ্ণের সঙ্গে। রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী কালীর মন্দিরের পূজারি।চেতনানন্দ বুঝিয়ে বলছেন, এ ধরনের বাল্যবিবাহ সেকালে প্রচলিত ছিল। তবে, একে বলা উচিত বাগ্‌দান। কারণ, কন্যা দেহে-মনে সাবালিকা হওয়ার পরই তাকে শ্বশুরগৃহে পাঠানো হত। কিন্তু ঠাকুর ও শ্রীমায়ের বিবাহ এক আধ্যাত্মিক বন্ধন। ১৯২০ সালের ২০ জুলাই ৬৬ বছর বয়সে তিনি মহাসমাধী লাভ করেন পশ্চিমবাংলার কলকাতার বাগবাজার মায়ের বাড়িতে।মা জে আজো আমাদের ছেড়ে যাননি ,আমাদের মধ্যে রয়ে গেছেন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

আর দ্বিতীয় সন্তানের মা হতে পারব না, এটা কষ্টের : রানী মুখার্জি

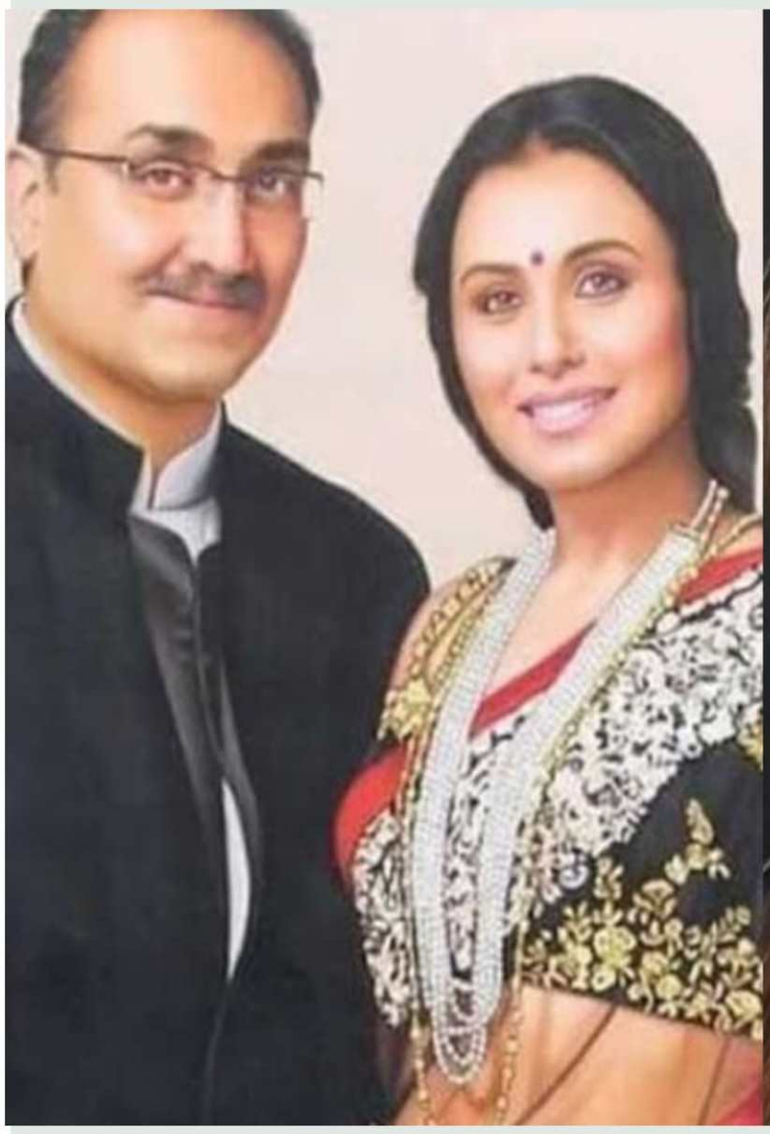

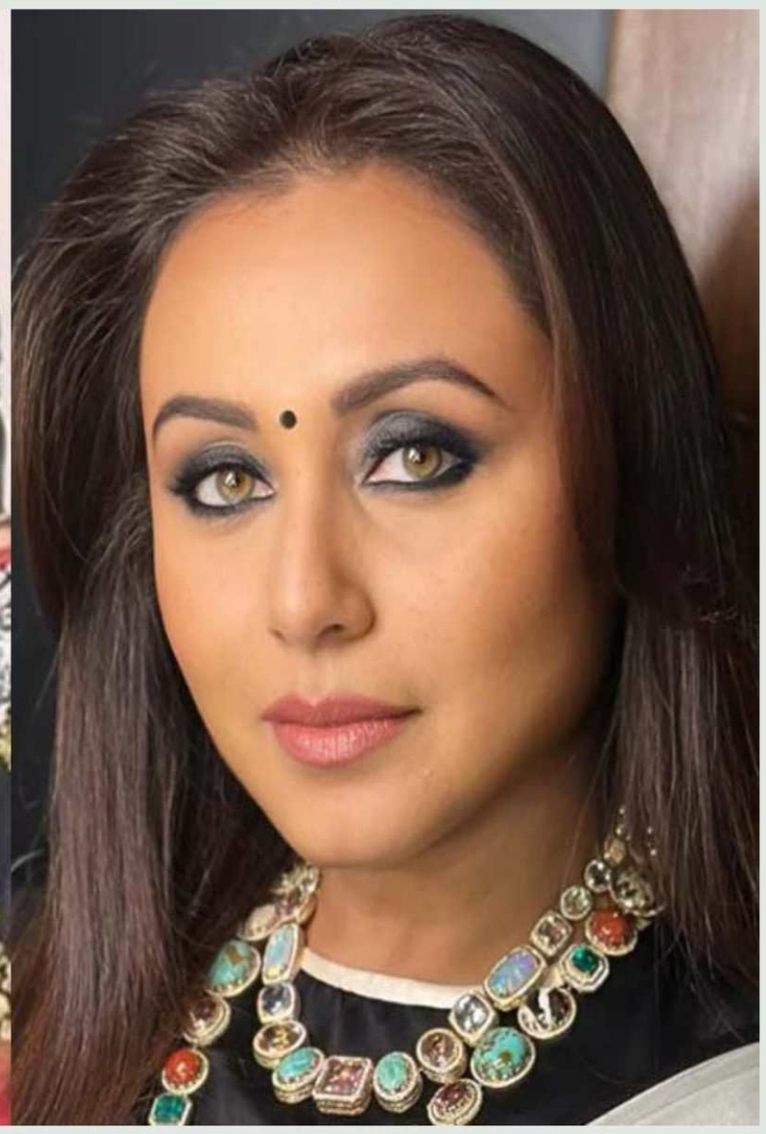

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ৫০-এ পা দিয়েছেন অমিতাভ বচ্চনের কন্যা শ্বেতা বচ্চন নন্দা। মেয়ের জন্মদিনের আয়োজনে কোনও কমতি রাখেননি অমিতাভ ও জয়া বচ্চন। রবিবার সন্ধ্যায় মুম্বাইতে এক পার্টির আয়োজন করেছিলেন বচ্চন দম্পতি। অতিথি তালিকায় ছিলেন করণ জোহর, সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী, সুহানা খানরা। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বলিপাড়ার খ্যাতনামী সব তারকাও। তবু ননদের জন্মদিনে গরহাজির ভাইয়ের স্ত্রী ঐশ্বর্যা রাই বচ্চন। যদিও মেয়ের জন্মদিনে পরিবারের জুড়ে থাকার কথাই লিখেছেন অমিতাভ।

বোনের জন্মদিনের সকালেই শুভেচ্ছাবার্তা দিয়েছিলেন অভিষেক। বোনের সঙ্গে ছোটবেলায় কাটানো নানা মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে লেখেন, 'হ্যাপি বার্থ ডে শ্বেতাদি, আমি হয়তো বলি না বা দেখাই না, কিন্তু তুমি আমার কাছে সব। আই লাভ ইউ।'

ভাই বোননকে শুভেচ্ছা পাঠালেও ঐশ্বরিয়া ননদকে নিয়ে কোনও পোস্ট দেখা যায়নি। এমনকি শ্বেতার জন্মদিনের পার্টিতে ঐশ্বর্যার অনুপস্থিতি নিয়েও শুরু হয়েছে গুঞ্জন। বলিপাড়ার অন্দরের কানাঘুষো, শ্বেতা-ঐশ্বরিয়ার নাকি একেবারেই বনিবনা নেই। যদিও বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। বিভিন্ন সময় বলিপাড়ার নানা অনুষ্ঠানে গোটা বচ্চন পরিবারের সঙ্গে দেখা গিয়েছে ঐশ্বরিয়াকে। ছবিও তুলেছেন সকলের সঙ্গে। তবু যেন বচ্চন পরিবারের অন্দরের ফাটল নিয়ে কানাঘুষোর অন্ত নেই। এ বার শ্বেতার জন্মদিনে ঐশ্বর্যার অনুপস্থিতির পর ফের যেন জোরালো হল সেই জল্পনা। শেষমেশ পরিস্থিতি সামাল দিতেই কি মাঠে নামলেন অমিতাভ? মেয়ের জন্মদিনে পারিবারিক ঐক্যের কথা লিখলেন তিনি। শ্বেতার উদ্দেশে অমিতাভ লেখেন, 'পরিবারই একমাত্র শক্তি, যা সকলকে একসঙ্গে ধরে রাখে। আশা করব, সারা জীবন এমনই থাকবে।'

প্রথমবার নিজ উদ্যোগে হিন্দি ছবি আনছে সিনেপ্লেক্স, একই দিনে মুক্তি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ২৯ মার্চ বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাচ্ছে কারিনা কাপুর, টাবু ও কৃতি শ্যানন অভিনীত কমেডি ও থ্রিলার গল্পের সিনেমা 'ক্রু'। একই দিনে বাংলাদেশেও সিনেমাটি মুক্তি পাবে। স্টার সিনেপ্লেক্সের পেজ থেকে এক পোস্ট করে জানানো হয়েছে বিষয়টি।

বিষয়টি নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠানটির জ্যেষ্ঠ বিপণন কর্মকর্তা মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ সমকালকে বলেন, স্টার সিনেপ্লেক্স প্রথমবারের কোনো বলিউডের ছবি আমদানি করছে। ছবিটিতে সাড়া মিললে আগামীতে বলিউডের ছবি নিয়মিত আনা হবে। তিনি আরও জানান, ঈদের মত বড় উৎসবে বলিউডের ছবি আমদানি করার নিষেধ রয়েছে। তাই আমরা ঈদের ঈদের দশদিন এই ছবি প্রদর্শন করব। ঈদ উৎসবে বাংলা ছবির জমজমাট উৎসব থাকবে স্টার সিনেপ্লেক্সে।

তিন পরিশ্রমী বিমানবালার জীবনকে ঘিরে নির্মিত হয়েছে সিনেমা 'ক্রু'। তারা বিমানের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা কোন কোন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যান বা যাচ্ছেন সেটাই ফুটে উঠেছে এই সিনেমা। সিনেমায় কারিনা, টাবু ও কৃতিকে দেখা যাবে বিমান সেবিকা হিসেবে। আর তারা যে সংস্থার বিমান সেবিকা, তার কর্ণধারের ভূমিকায় রয়েছেন কলকাতার অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। সেই বিমানে করে পাচার করা হয় সোনার বিস্কুট। এই অপরাধের কথা জানার পর কি কি ঘটনা ঘটে এবং কারিনা, কৃতি এবং টাবু কোন বিপদে জড়িয়ে পড়েন সেই গল্প বলবে 'ক্রু'।

সিনেমায় অন্যান্য ভূমিকায় দেখা যাবে কপিল শর্মা, দিলজিৎ দোসাঁঝসহ আরও অনেককে।

'ক্রু' পরিচালনা করেছেন রাজেশ কৃষ্ণন। প্রযোজনা করেছেন অনিল কাপুর, একতা কাপুর, রিয়া কাপুর এবং শোভা কাপুর।

জাপানে ভূমিকম্পের সময়ে ২৮ তলায় ছিলেন রাজামৌলি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জাপানে গিয়ে ভূমিকম্পের কবলে পড়েছিলেন ভারতীয় সিনেমার জনপ্রিয় পরিচালক এস এস রাজামৌলি। কয়েক দিন আগে তার নির্মিত 'ট্রিপল আর' সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনী উপলক্ষে দেশটিতে গিয়ে ভয়াবহ এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন।

ভূমিকম্পের বিষয়ে জাপানিরা মানসিকভাবে বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকলেও

রাজামৌলির কাছে বিষয়টি কার্তিকেয়র বক্তব্য নতুন। আর এই পুরো বিষয়টির ওপরে আলোকপাত করেছেন পরিচালকের ছেলে এসএস কার্তিকেয়। এক্স-এ একটি ছবি পোস্ট করেন কার্তিকেয়। সেখানে দেখা যাচ্ছে, তার হাতের স্মার্ট ঘড়ির ডায়ালে ভূমিকম্পের সতর্কবাণী ফুটে উঠেছে।

ছবিটির সঙ্গে কার্তিকেয় লেখেন, ২৮ তলায় ছিলাম এবং ধীরে ধীরে মাটি দুলতে শুরু করল। ওটা যে ভূমিকম্প সেটা বুঝতে কিছুটা সময় লেগেছে। ভয় পাওয়ার আগেই দেখলাম জাপানিদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, যেন বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

এদিকে জাপানে গিয়ে নিজের আসন্ন সিনেমার ঘোষণা দিয়েছেন রাজামৌলি। যেখানে মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করছেন দক্ষিণী সুপারস্টার মহেশ বাবু। শোনা যাচ্ছে, কোন অরণ্য অভিযানকে কেন্দ্র করে সেই ছবির চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে। তবে বড় বাজেটের এই ছবির ক্ষেত্রে এক টাকাও পারিশ্রমিক নিতে রাজি নন রাজামৌলি।

ডিভোর্সি পুরুষকেই বিয়ে করা উচিত, বললেন কাঞ্চন মল্লিকের তৃতীয় স্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলা সিনেমার অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক অভিনেত্রী অনিন্দিতা দাসকে ভালোবেসে প্রথম সংসার শুরু করেছিলেন। ২০১০ সালে ভেঙে যায় এ সংসার। তাদের সাড়ে সাত বছরের সংসার ছিল। এরপর পিংকি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন কাঞ্চন। গত ১০ জানুয়ারি ৯ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টানেন তারা।

দ্বিতীয় সংসার ভাঙার এক মাসের মাথায় তৃতীয় বিয়ে করেন ৫৩ বছর বয়সী কাঞ্চন। কনের নাম শ্রীময়ী চট্টরাজ। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২৭ বছর বয়সী এই অভিনেত্রীকে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেন কাঞ্চন। চলতি মাসে সামাজিক রীতি মেনে ২৬ বছরের ছোট শ্রীময়ীকে ঘরে তুলেন কাঞ্চন।

মূলত, পিংকির সঙ্গে সংসার চলাকালীন কাঞ্চনের জীবনে শ্রীময়ীর আগমন ঘটে। পরকীয়ার অভিযোগ, অসম বয়স নিয়ে দারুণভাবে সমালোচনার মুখে পড়েছেন কাঞ্চন-শ্রীময়ী। বিয়ের পর এ সমালোচনার আগুন আরো ছড়িয়ে পড়েছে। সমালোচনা-বিতর্ক নিয়ে একাধিকবার কথা বলেছেন শ্রীময়ী। ফের ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে এ অভিনেত্রী বললেন, ডিভোর্সি পুরুষকেই বিয়ে করা উচিত।

শ্রীময়ী বলেন, 'ডিভোর্সি পুরুষকে বিয়ে করা ভুল্ল এটা আমি একদম মানি না। আমি তো উল্টো কথাই বলব। কাঞ্চনের আইনত বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। এরকম তো নয় যে, একসঙ্গে তিন-চারটে বিয়ে করে রেখেছে! একসঙ্গে থাকতে না পারলে সম্পর্ক থেকে মানুষ সরে আসে। দু'জনেই ভুল করে। কাঞ্চন বিয়ের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে যে ভুল দেখতে পেয়েছে, সেই ভুল আর আমার সঙ্গে করবে না। আমি নিশ্চিত। তাই ডিভোর্সি পুরুষকেই বিয়ে করা উচিত বলে মনে করি।'

বিয়ের পর শ্রীময়ী কতটা বদলে গেছেন? জবাবে নিজের বদলে যাওয়ার চেয়ে কাঞ্চনের পরিবর্তন নিয়ে শ্রীময়ী বলেন, 'ওর যে কী হয়েছে! হঠাৎ করে দেখছি আমি একটানা কথা বলে যাচ্ছি, হা করে ও আমাকে দেখছে। আসলে আমাদের বন্ধুত্ব থেকে বিয়ে, তারপরে প্রেম। এই সম্পর্কের কম লড়াই তো ছিল না। 'পরকীয়া' বলে দাগিয়ে দেওয়া হলো। তারপর কাঞ্চনের বিচ্ছেদ নিয়ে ওঠাপড়া, বিয়ে যে হবে সেটাও ভাবিনি।'

'আমাদের সম্পর্কের সব সুতো ছিঁড়ে গেছে'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আড়াই বছর আগেই চার বছরের সংসার জীবনের ইতি টেনেছেন নাগা চৈতন্য ও সামান্থা রথ প্রভু। এরপরও তাদের নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। সম্প্রতি মুম্বাইয়ে অ্যামাজন প্রাইমের অনুষ্ঠানে দেখা হয় দুই প্রাক্তনের। অবশ্য একে অপরকে এড়িয়ে যান তারা। যদিও গত দু'বছরে বিভিন্ন সময় তাদের ফের এক হওয়ার গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। তবে এ বার চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন সামান্থা। অতীতের দিকে নাকি ফিরে তাকাতেই চাইছেন না তিনি।

এই মুহূর্তে নাগা ও সামান্থা নিজেদের মতো করে তাদের জীবন গুছিয়ে নিয়েছেন। বেশির ভাগ সময় দেশের বাইরেই কাটান সামান্থা। অন্যদিকে, অভিনেত্রী শোভিতা ধুলিপালার সঙ্গে নতুন করে সম্পর্কে জড়িয়েছেন নাগা। কিন্তু তাদের অনুরাগীরা এখনও আশায় রয়েছেন, ফের হয়তো এক হবেন নাগা-সামান্থা। কিন্তু সেই সম্ভাবনা নেই আর। সামান্থার ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, অভিনেত্রী তার অতীতের দিকে নাকি ঘুরে তাকাতে চান না।

শুধু তা-ই নয়, নাগা চৈতন্যের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে ভবিষ্যতে কোনও কথা বলতে চান না তিনি। কাজ ছাড়া অন্য কোনও কিছু নিয়ে ভাবনাচিন্তা নেই তার এবং নাগার সঙ্গে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের আর কোনও সম্ভাবনা নেই। খুব শীঘ্রই বরুণ ধওয়ানের বিপরীতে তার সিরিজ 'হানি বানি' মুক্তি পেতে চলেছে। আপাতত তা নিয়েই ব্যস্ত তিনি। তবে নিজের বিচ্ছেদ নিয়ে দীর্ঘদিন সামান্থাকে প্রশ্ন করলেও কোনো জবাব দেননি। এতদিন পর মুখ খুললেন-বললেন, 'আমাদের সম্পর্কের সব সুতো ছিঁড়ে গেছে।'

আইপিএল: ভারতের ক্রিকেটের মহোৎসব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ক্রিকেটার এবি ডি ভিলিয়ার্স আইপিএলকে বিশ্বের অন্যতম বড় স্পোর্টস লিগ বলে অভিহিত করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি অনেক বড় একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। অর্থের ঝনঝনানি, তারকার ছড়াছড়ি ও চমকপ্রদ সব প্রযুক্তির সমন্বয় শুধু আইপিএলে দেখা যায়। বিশ্বের অন্য সব লিগের তুলনায় তাই আইপিএল দর্শকদের মনে জায়গা করে নেয় বেশি। এমনকি উপভোগ্যও হয় অনেকটা। আজ থেকে আবার সেই আইপিএল শুরু। প্রথম দিন মাঠে নামবে সবচেয়ে সফল দল চেন্নাই সুপার কিংস। তাদের প্রতিপক্ষ রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। প্রথম ম্যাচের আগেই চেন্নাইয়ে বড় একটা ঝাঁকুনি। তাদের সফল দলনেতা মহেন্দ্র সিং ধোনি এবার থাকছেন না অধিনায়কের চেয়ারে। গতকালই তিনি সরে যান সেই চেয়ার থেকে। তাঁর বদলে এবার চেন্নাইয়ের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়।

আইপিএলের শুরুতে এমন রদবদল দর্শকদের আলোচনার খোরাক করে দিল। কেন ধোনি অধিনায়ক থাকবেন না? তিনি নিজ থেকেই কি সরে গেলেন, নাকি তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হলো? এবার কি নিয়মিত ম্যাচ খেলতেও দেখা যাবে না তাঁকে। এমন অনেক কথা। তবে চেন্নাইয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাঁর পুরোনো চোট থাকায় কিছুটা ঝুঁকিমুক্ত রাখতে চায় দলটির নীতিনির্ধারকরা। মূলত হাঁটুর চোটটা তাঁকে স্বস্তি দিচ্ছে না। সে জন্য বেছে বেছে কয়েকটি ম্যাচে খেলানো হতে পারে তাঁকে। অনেকে বলছেন, এটাই তাঁর অধিনায়কত্বের শেষ! রেকর্ড বলছে, এখনও আইপিএলে সবচেয়ে বেশি ২২৬ ম্যাচে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন ধোনি। যেখানে তাঁর দল জিতেছে ১৩৩ ম্যাচ, হেরেছে ৯১টি। এমন একজন দুর্দান্ত দলনেতাকে ছাড়া কেমন করবে চেন্নাই, সেটাও এবার দেখার বিষয়। যদিও তারা পাঁচটি শিরোপা এরই মধ্যে জিতে ফেলেছে। এবার না জিতলেও তাদের খুব একটা আফসোস হওয়ার কথা নয়।

এদিকে আইপিএলে এবার বাংলাদেশ থেকে খেলবেন কেবল মুস্তাফিজুর রহমান। সম্প্রতি চোট থেকে মাঠে ফেরা ফিজও খুব একটা ফর্মে নেই। আইপিএলে এই বাংলাদেশি পেসারকে দেখা যাবে চেন্নাইয়ে। আজ একাদশে তিনি থাকবেন কিনা, সেটা নিশ্চিত নয়। তবে হলুদ ব্রিগেডের সঙ্গে অনুশীলনে বেশ মনোযোগী ছিলেন মুস্তাফিজ।

কেবল মুস্তাফিজ নন, বাংলাদেশের দর্শকদের একটা টান আইপিএলের প্রতি এমনিতেই থাকে। একে তো প্রতিবেশী দেশ ভারতের সবচেয়ে বড় ঘরোয়া টুর্নামেন্ট, তার ওপর বিশ্বের সব বাঘা তারকার মিলনমেলা। তা ছাড়া ফরম্যাট যখন টি২০, তখন তো ম্যাচ উপভোগ্যই হয়। যেখানে মিচেল স্টার্ক, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল কিংবা উইলিয়ামসনদের মতো তারকারা থাকেন, সেখানে ক্রিকেটকে যারা ভালোবাসেন, তারা তো ম্যাচ দেখতে একপ্রকার বাধ্যই।

মুস্তাফিজকে নিয়ে বোলিংয়ে চেন্নাই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জমকালো আয়োজনে পর্দা উঠেছে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) সপ্তদশ আসরের। উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নেমেছে চেন্নাই সুপার কিংস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। টসে জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি। এই ম্যাচে চেন্নাইয়ের একাদশে জায়গা পেয়েছেন বাংলাদেশের মুস্তাফিজুর রহমান।

চেন্নাই সুপার কিংস মুস্তাফিজের পঞ্চম আইপিএল দল। এর আগে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, রাজস্থান রয়্যালস ও দিল্লি ক্যাপিটালসে খেলছেন ২৮ বছর বয়সী পেসার। সব মিলিয়ে ৪৮ ম্যাচে ৭.৯৩ ইকোনমি রেটে ৪৭ উইকেট নিয়েছেন। মূলত মুস্তাফিজের কপাল খুলেছে শ্রীলঙ্কার পেসার মাতিশা পাথিরানার চোটে। গত ৬ মার্চ বাংলাদেশের বিপক্ষে টিটোয়েন্টিতে খেলার সময় চোটে পড়েন মাথিশা পাথিরানা। নিজের কোটা পূরণ না করেই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাকে। সেই চোটের ফলে আইপিএলের শুরুর অংশে খেলা হচ্ছে না তার। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) ফিজিওর সাথে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন পাথিরানা। সেরে উঠতে চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ লেগে যাবে। যে কারণে আইপিএলের শুরুর দিকে পাথিরানাকে পাচ্ছে না চেন্নাই সুপার কিংস। তাছাড়া চেন্নাইয়ের উইকেট কিছুটা ধীরগতির হওয়ায় সেখানে মুস্তাফিজের স্লোয়ার-কাটার কার্যকরী হওয়ার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। পাথিরানা শুরুর দিকে না থাকায় একাদশে মুস্তাফিজকেই যোগ্য মনে করেছে চেন্নাই সুপার কিংস। বেশ বড় দায়িত্বই নিতে হবে মুস্তাফিজকে।

শামার জোসেফকে

বিশ্বকাপেও চান গেইল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গ্যাবায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ের নায়ক ছিলেন শামার জোসেফ। অ্যাডিলেডে অভিষেকেই ৫ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। এরপর গ্যাবায় ৬৭ রানে ৭ উইকেট নিয়ে একাই অস্ট্রেলিয়াকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন এই পেসার।

এমন দুর্দান্ত বোলিংয়ের পর পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) ও ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) নাম লেখান তিনি। তবে চোটের কারণে খেলা হয়নি পিএসএলে। চলতি আইপিএলে তাকে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের হয়ে খেলতে দেখা যাবে।

তরুণ এই পেসারের টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে খেলার খুব একটা অভিজ্ঞতা নেই। মাত্র দুটি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। তবুও এই পেসারকেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াডে চান ক্রিস গেইল। অন্যদিকে বেশ কিছু দিন ধরেই ক্যারিবিয়ানদের সার্ভিস দিচ্ছেন আলজারি জোসেফ।

গেইলের দাবি, তার (জোসেফ) সঙ্গে শামার যোগ দলে ক্যারিবীয়দের পেস আক্রমণ দারুণ শক্তিশালী হবে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে গেইলের ভাষ্য, আমাদের ইতোমধ্যে আলজারি জোসেফ আছে, দুজন জোসেফকে পেলে তাই দারুণ হবে। দুজনই হয়তো একসঙ্গে খেলবে না। কিন্তু কেউ যদি চোটে পড়ে, তাহলে তাকে (শামার) দরকার পড়বে আমাদের। নির্বাচকদের জন্য এটা একটা মধুর সমস্যা।

এদিকে ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক ছিল অস্ট্রেলিয়া। অজিদের মাটিতে সুপার টুয়েলভে খেলা হয়নি ক্যারিবীয়দের। অবশ্য বৈশ্বিক এই মহারণের পর থেকেই দারুণ পারফর্ম করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সবশেষ সাউথ আফ্রিকা, ভারত ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জিতেছে তারা।

হারানো গৌরব ফেরাতে নিরলসভাবে কাজ করছেন ক্যারিবিয়ানদের হয়ে ২০১২ ও ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ড্যারেন স্যামি। দলটির প্রধান কোচের ভূমিকায় আছেন তিনি। অন্যদিকে পুরোনো ক্রিকেটারদের মধ্যে আন্দ্রে রাসেল, জেসন হোল্ডাররা এখন নিয়মিত খেলছে। বিষয়টি নিয়ে বেশ খুশি গেইল।

এই ব্যাটিং দানবের ভাষ্য, আন্দ্রে রাসেল দলে ফিরেছে। জেসন হোল্ডার ও নিকোলাস পুরানের অভিজ্ঞতা আছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের শিরোপা উঁচিয়ে ধরতে তাদের বড় ভূমিকা থাকবে।

রোনালদোকে ছাড়াই

সুইডেনকে ৫ গোল দিল পর্তুগাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আল নাসরের হয়ে নিয়মিত ম্যাচ খেলেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। গোলও করেছেন তিনি। তারপরও জাতীয় দলের ক্যাম্পে ডাকা হয়নি তাকে। অভিজ্ঞ এবং ৩৯ বছরের পথে থাকা সিআরসেভেনকে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে ফ্রেশ চান কোচ। যে কারণে সুইডেনের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে বিশ্রামে ছিলেন তিনি। তবে সুইডেনের বিপক্ষে বৃহস্পতিবার রাতে ঘরের মাঠ স্তাডিও ডম আলফনসো হেনরিকসে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে ছাড়াই ৫-২ গোলের বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছে পর্তুগাল। দলটির হয়ে গোল করেছেন পাঁচ ফুটবলার। ম্যাচের প্রথমার্ধে পর্তুগাল ৩-০ গোলের লিড নেয়। মূলত ওই তিন গোলেই জয় পেয়েছে পর্তুগিজরা। দ্বিতীয়ার্ধে দুই দল ছিল সমান সমান। পর্তুগালও দ্বিতীয়ার্ধে করেছে দুই গোল। সুইডেনও দিয়েছে দুই গোল। ম্যাচের ২৪ মিনিটে এসি মিলানের রাফায়েল লিও পর্তুগালকে প্রথম লিড এনে দেন। ম্যাচের ৩৩ মিনিটে রর্বাতো মার্টিনেজের দল ব্যবধান ২-০ করে ফেলে। ওই গোল আসে ম্যানচেস্টার সিটির ফরোয়ার্ড ম্যাথুয়েস নুনেজের পা থেকে। ম্যাচের ৪৫ মিনিটে গোল ব্যবধান ৩-০ করেন ম্যানইউ অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজ। গোলের ওই ব্যবধান দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আরও বাড়িয়ে নেয় পর্তুগাল। সুইডেনকে ৫৭ মিনিটে ৪ গোল দিয়ে দেয় পর্তুগাল। তবে এক মিনিট পরেই এক গোল শোধ করে সুইডেন। ম্যাচের ৬১ মিনিটে গোল ব্যবধান দাঁড়ায় ৫-১। বড় ওই ব্যবধানেই হার দেখছিল সুইডিসরা। কিন্তু ম্যাচের একবারে শেষ দিকে অর্থাৎ ৯০ মিনিটে গোল করে হারের ব্যবধান কমায় সুইডেন।

গুজরাটের সামনে

চেন্নাইয়ের রানের পাহাড়

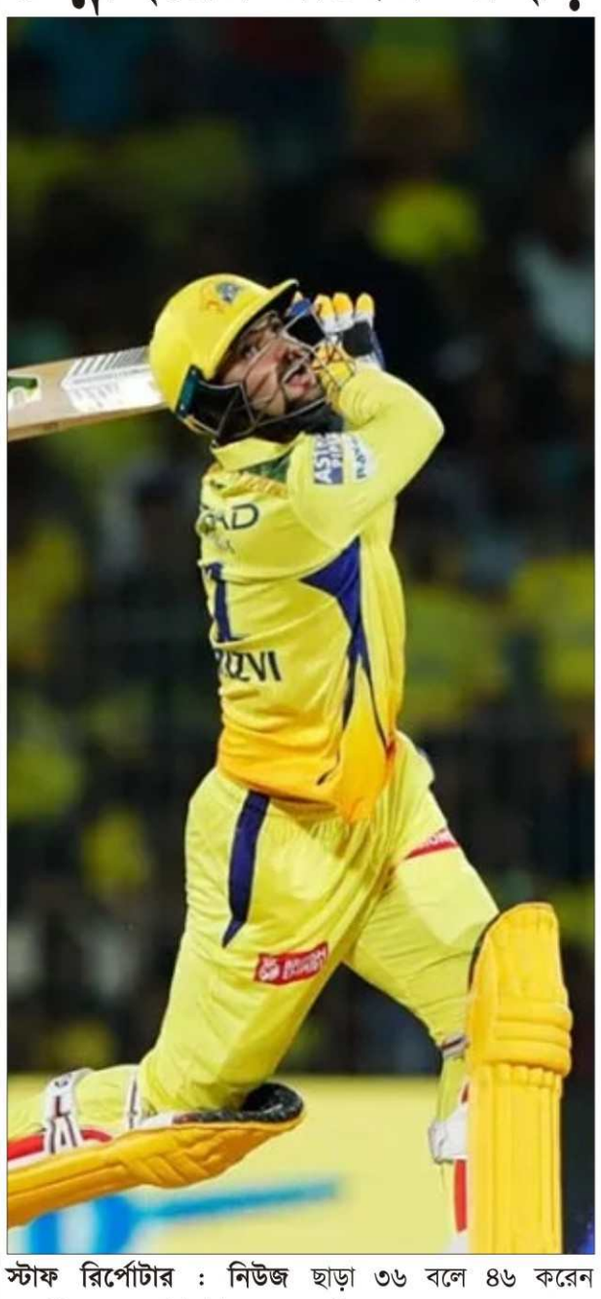

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গুজরাট টাইটান্সকে ২০৭ রানের টার্গেট দিল মুস্তাফিজুর রহমানের দল চেন্নাই সুপার কিংস। মঙ্গলবার নির্ধারিত ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে এই রান তোলে মহেন্দ্র সিং ধোনির দল।

টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ঝড়ো শুরু করে চেন্নাই। রাচিন রাবিন্দ্র ২০ বলে ৪৬ রানের ইনিংস খেলে আউট হন। এ ছাড়া ৩৬ বলে ৪৬ করেন অধিনায়ক রুতুরাজ।

এরপর তাণ্ডব চালান শিভাম দুবে। ২৩ বলে ৫১ রানের ইনংসে খেলেন তিনি। শেষদিকে ড্যারেল মিচেল ২০ বলে ২৪ আর সামির রিজভির ৬ বলে ১৪ রানে দুইশো রান ছাড়ায় চেন্নাই।

গুজরাট টাইটান্সের হয়ে রশিদ খান ৪ ওভারে ৪৯ রান খরচ করে নেন দুই উইকেট।

মেসিকে ছাড়াই

প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিল আর্জেন্টিনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোপা আমেরিকা ও ইউরোর আগে নিজেদের প্রস্তুত করতে প্রীতি ম্যাচ খেলতে নেমেছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। লিওনেল মেসিকে ছাড়াই খেলতে নেমে প্রতিপক্ষ এল সালভাদরকে উড়িয়ে দিল আর্জেন্টিনা।

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়ায় লিঙ্কন ফাইনান্সিয়াল ফিল্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এল সালভাদরকে ০-৩ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। তবে চোটের কারণে আলবিসেলেস্তেদের স্কোয়াডে ছিলেন না মেসি। গোল তিনটি করেছেনে ক্রিস্টিয়ান রোমেরো (১৬), এনজো ফার্নান্দেজ (৪২) এবং জিওভানি লো সেলসো (৫২)। ম্যাচটিতে বল দখল, আক্রমণ কিংবা সুযোগ তৈরি- কোথাও আর্জেন্টিনাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি এল সালভাদর। প্রায় পুরোটা সময় আর্জেন্টিনার আক্রমণের ঝড়গুলো সামলে সময় পার করেছে তারা। আর্জেন্টিনার ৮০ শতাংশ বল দখলের বিপরীতে এল সালভাদর দখলে বল ছিল মাত্র ২০ শতাংশ সময়। আর আর্জেন্টিনা যেখানে ২৪টি শট নিয়ে ১৪টি লক্ষ্যে রেখেছে, এল সালভাদর সেখানে শটই নিতে পেরেছে মাত্র ২টি। কোপা আমেরিকার আগে এ প্রীতি ম্যাচগুলোকে নিজেদের পরখ করে নিচ্ছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR